কমপিউটার জগতের খবর

*** প্যাকার্ড বেল এবং এইচপির বিস্ময়কর সাফল্য**
*** এ বছর প্রথম ৩ মাসে কম্প্যাকের ৯,৮০,০০০ পিসি বিক্রি**

কম্প্যাক এখন পিসি বিক্রিতে শীর্ষস্থানে

আমেরিকার ব্যবসায়ের ইতিহাসে অন্যতম চমক সৃষ্টি করে হুস্টনভিত্তিক কম্প্যাক কমপিউটার কর্পো. বিশ্বব্যাপী পিসি বিক্রিতে এই প্রথম আইবিএম কর্পো. এবং এপল কমপিউটার ইন্‌ককে পেছনে ফেলে এক নম্বর স্থান দখল করেছে। এ বছরের প্রথম ৩ মাসের বিক্রির পরিমাণ হিসাব করে বিভিন্ন বাজার গবেষণা সংস্থা এ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে।

১৯৯২ সাল থেকে কম্প্যাকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা একহার্ড ফেইফার সবাইকে চমক লাগিয়ে যে বিশ্বব্যাপী পিসির মূল্য হ্রাস যুদ্ধ শুরু করে তখন থেকেই কম্প্যাকের অগ্রযাত্রা অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলছিল। (উল্লেখ্য, মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ ১৯৯২ সালে ২টি সংখ্যায় এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর এদেশে কম্প্যাকের পণ্য বাজারজাতের সূচনা হয়)।

কম্প্যাক এর পূর্বে ঘোষণা করেছিল তারা ১৯৯৬ সালের মধ্যে বিশ্বে এক নম্বর পিসি বিক্রেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। তবে অনেক বাজার বিশ্লেষকের মতে আইবিএম এবং এপল বছরের শুরুতে খারাপ করলেও শেষ দিকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

আমেরিকার ডাটাকোয়েস্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল ডাটা কর্পো. নামক বাজার গবেষণা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী কম্প্যাক এ বছর প্রথম ৩ মাসে ৯,৮০,০০০ পিসি বিক্রি করেছে। অপরদিকে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করার পরও আইবিএম এবং এপল বিক্রি করেছে যথাক্রমে ৯,৫৫,০০০ এবং ৮,৬৫,০০০ ইউনিট।

গত বছর প্রথম কোয়ার্টারে আইবিএম, এপল এবং কম্প্যাকের বিক্রি ছিল যথাক্রমে ৭,৯০,০০০ ; ৭,৮০,০০০ এবং ৬,৯৩,০০০। গত বছর কম্প্যাকের অবস্থান ছিল ৩য় স্থানে।

ইউরোপেও এ বছর এই কোয়ার্টারে মোট ২৭ লক্ষ বিক্রিত পিসির ১১.৮% অংশ দখল করে কম্প্যাক শীর্ষ স্থানে রয়েছে। গত বছর এই অংশ ছিল ১০.৮%। এই সময়ে আইবিএম-এর বাজার অংশ কমে গিয়ে ১২.৮% থেকে ১১%-এ দাঁড়ায়।

স্থানীয় সূত্রসমূহ থেকে জানা গেছে বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত সবকটি দেশে এবং আশিয়ান দেশসমূহের বেশ কয়েকটি দেশে পিসি বিক্রিতে কম্প্যাক সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

এ দিকে ডাটাকোয়েস্টের বিশ্লেষণ অনুযায়ী কম্প্যাক ছাড়া অন্য যে সমস্ত কোম্পানী খুব ভাল করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্যাকার্ড বেল ইলেক্ট্রনিক্স ইন্‌ক.। কোম্পানীটি এক বছর আগের তুলনায় বাজারে তার অংশ দ্বিগুণ করেছে (বর্তমানে ৯%)। হিউলেট প্যাকার্ড কোম্পানীও বাজারে তার অংশ ১.৪% থেকে বাড়িয়ে ২.৬%-এ উন্নীত করে চমক লাগিয়ে দিয়েছে।

বাজার বিশ্লেষকগণ কম্প্যাকের এই অভাবিত সাফল্য লাভের কারণ হিসেবে তার আগ্রাসী বাজারজাতকরণ এবং বাসাবাড়ীর ও ছোট ব্যবসায়ীদের পিসি বাজারে প্রবেশ করাকে উল্লেখ করছেন।

এপলের এই তিন মাসে কম বিক্রির জন্য মার্চ মাসে পাওয়ারপিসিভিত্তিক পাওয়ার ম্যাকিনটোশ পিসি বাজারজাতকরণকে দায়ী করা হয়েছে। কারণ, নতুন পণ্য কেনার আশায় ক্রেতাগণ এপলের পুরানো মডেলের পিসি এই কোয়ার্টারে কম কিনেছে।

আইবিএম-এর কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন বছরের প্রথম কোয়ার্টারে সব সময়ই তাদের বিক্রি কম হয়ে থাকে। তাছাড়া কারখানার প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে নতুন হাই এণ্ডের পিএস/২ বাজারজাতকরণ বিলম্বিত করতে হয়েছে। থীঙ্কপ্যাডের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ক্রীণ জোগাড় করতেও এ সময় আইবিএম অসমর্থ হয়। ফলে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

সেরা কোম্পানীসমূহ

এ বছরের প্রথম ৩ মাসে আমেরিকায় বিক্রির হিসাবে

	বিক্রি (ইউনিট)	বাজারের % অংশ
কম্প্যাক	৪,৮৭,৯৪৮	১২.৪
এপল	৪,০৯,৮৮৫	১০.৪
আইবিএম	৩,৯৮,১৩১	১০.১
প্যাকার্ড বেল	৩,৫৩,০৬২	৯.০
গেটওয়ে ২০০০	২,২১,৯৫১	৫.৬

* *আমেরিকার ডাটাকোয়েস্ট ইন্‌ক-এর হিসাব অনুযায়ী।*

সৌদি টেলিকম আধুনিকীকরণে এটিএণ্ডটি-র সাথে ৪০০ কোটি ডলারের চুক্তি

আমেরিকার এটিএণ্ডটি কর্পো. সৌদি আরবে উন্নত ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ৪০০ কোটি ডলারের এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

এই চুক্তিলাভের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। গত এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এটিএণ্ডটিকে কাজটি দেয়ার জন্য সৌদি বাদশা ফাহাদকে অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠান। আমেরিকার সেক্রেটারি অফ স্টেট ওয়ারেন ক্রিস্টোফারও তাঁর সৌদি আরব সফরের সময় বাদশা ফাহাদকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করেন। অবশ্য অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণও তাদের স্ব-স্ব দেশের কোম্পানীকে কাজটি দেয়ার জন্য সৌদি সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ✪

কমপিউটারে পরীক্ষার ফল

শেক্সপীয়ারের দুটি নাটক শেক্সপীয়ারের লেখা নয়

কমপিউটারে গদ্য রচনা পদ্ধতি পরীক্ষা করে জানা গেছে শেক্সপীয়ারের প্রথম দিককার দুটি নাটক তাঁর সমসাময়িক নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লোর লেখা হতে পারে। সেগুলো শেক্সপীয়ারের লেখা নয়। সম্প্রতি কমপিউটার নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এ মূল্যায়ন করা হয়েছে।

লণ্ডনের কমপিউটার বিজ্ঞানী রবার্ট ম্যাথিউস এবং সাহিত্যিক টমাস মেরিয়াম এ পরীক্ষা কার্য চালন। তাঁরা "ষষ্ঠ হেনরী পার্ট টু এবং থ্রী" আর দুটি অখ্যাত নাটক "দি কনটেনশন" ও 'দি ট্রু ট্রাজেডী অফ রিচার্ড ডিউক অফ ইয়র্ক'-এর উপর কমপিউটারে পরীক্ষা চালান। এ নাটকগুলো মার্লোর লেখা বলে ধারণা করা হচ্ছে। ✪

<u>মুসলমানগণ মুখ্য ভূমিকায়</u>

রাজীব গান্ধী কমপিউটার ইউনিভার্সিটি চালু হচ্ছে

(ভারত প্রতিনিধি)

ভারতে ব্যাপক আকারে কমপিউটার প্রযুক্তি প্রসারে রাজীব গান্ধীর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হায়দ্রাবাদকে কেন্দ্র করে স্থাপিত হয়েছে রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ কমপিউটার সায়েন্সেস। সম্প্রতি ভারত সরকার এটি চালু করার অনুমতি দিয়েছে। কমপিউটার প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে এটিই প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়।

আমেরিকার শিকাগোতে কর্মরত ভারতীয় অধিবাসীগণ প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করে। এটি আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া এবং কার্নেগী মেলন ইউনিভার্সিটির আদলে গড়ে তোলা হবে। এতে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা, ডিগ্রী, পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রী এবং সফটওয়্যার উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

শিকাগোর নন-রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি লতীফ খান জানিয়েছেন, তারা এই ভার্সিটিকে ১.৫ কোটি ডলার অনুদান দিবেন। ভারত সরকার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোনরূপ আর্থিক সাহায্য দিবে না। এর পরিচালনা পরিষদে রয়েছেন হায়দ্রাবাদের নিজাম, নওয়াব বরকত আলী খান এবং ডঃ আবিদ হোসেনের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দেশ-বিদেশের নামকরা কমপিউটার বিজ্ঞানী এবং পেশাজীবীদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য হায়দ্রাবাদের নিজাম বিখ্যাত 'ফালাকনুমা প্রসাদ' এবংআশেপাশের সমস্ত দালানকোঠা ও জমিজমা দান করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনে ৩২ কোটি টাকা ব্যয় হবে। সারা ভারতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কঠোরভাবে মেধার ভিত্তিতে এখানে ভর্তি নেয়া হবে।

এর চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়েছেন হায়দ্রাবাদের নিজাম। ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে থাকছেন মোঃ ইউনুস এবং ডঃ এম. চেন্না রেড্ডী। ✪

আমেরিকান লাইব্রেরীসমূহের লক্ষ লক্ষ বই-পুস্তক কমপিউটার উপযোগী করা হচ্ছে

(আমেরিকা প্রতিনিধি)

আমেরিকার বড় বড় লাইব্রেরীসমূহের বই-পুস্তক ধূলিময় শেলফে আর থাকছে না। সম্প্রতি পুরনো বই-পুস্তক ডিজিটাইজ করার সবচেয়ে বড় প্রকল্প গৃহীত হয়েছে নিউইয়র্কের করনেল ইউনিভার্সিটিতে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে তারা আমেরিকায় গত ১০০ বছরে সড়ক, পুল, দালান-কোঠা ইত্যাদি অবকাঠামো গড়ে তোলার উপর ১ লক্ষ বই কমপিউটারাইজ করবে। এই বইগুলো এ বছরের শেষ দিকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

নিউহ্যাভেনের ইয়েল ইউনিভার্সিটি ১০,০০০ ইতিহাসের বই কমপিউটার ফর্ম্যাটে পরিবর্তন করাচ্ছে যাতে ইন্টারনেটের সাহায্যে এক্সেস করা যাবে। আর নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি বিখ্যাত মামলাসমূহের রায় ডিজিটাইজ করছে।

ইউএস লাইব্রেরী অব কংগ্রেস তাদের সংগ্রহের ঐতিহাসিক দলিলসমূহ কমপিউটারাইজ করতে যাচ্ছে। এগুলো যে কোন লাইব্রেরী বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কমপিউটারের সাহায্যে পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য যে, আমেরিকার বেশ কয়েকটি ম্যাগাজিন এবং জার্নাল ইতিমধ্যেই কমপিউটারে অন-লাইনে পাওয়া যাচ্ছে। ✪

আইটিডবলু উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে সকলে এগিয়ে আসুন

প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির ভবিষ্যত স্থপতি হিসেবে গড়ে তুলতে নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। গত ৮মে ধানমণ্ডিতে ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ফর ওমেন (আইটিডবলু) নামে মহিলাদের জন্য একটি নতুন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনকালে তিনি এ আহ্বান জানান। নারীদের কমপিউটার শিক্ষাদানের লক্ষ্যে প্রায় তিন বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনকালে প্রধান মন্ত্রী বলেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটে গেছে আমরা তার থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। সরকারের একার পক্ষে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই এই সমস্যা উত্তোরণে তিনি দেশের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। প্রতিষ্ঠানটি থেকে কমপিউটারে শিক্ষা নিয়ে বহু তরুণী বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি পাচ্ছে বলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী তার তহবিল থেকে প্রতিষ্ঠানটির জন্য ৫ লাখ টাকা মঞ্জুরীর কথাও ঘোষণা করেন।

আইটিডবলু-এর চেয়ারপারসন ডঃ শাহিদা রফিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম. এ. বারী বক্তব্য রাখেন।

পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া তার ভাষণে এখান থেকে মহিলারা সফলভাবে কমপিউটার ট্রেনিং নিয়ে বের হচ্ছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ইউজিসি চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ইউনিভার্সিটি থেকে হাজার হাজার বেকার বের হচ্ছে কিন্তু এখান থেকে পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই কাজ পাচ্ছে। পূর্তমন্ত্রী আরো বলেন, ভারত ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার রপ্তানী করে হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করছে। তারা প্রতি বছর ১০,০০০ ছাত্র-ছাত্রীকে কমপিউটারে উচ্চতর শিক্ষা দিচ্ছে। আমাদেরও এগুতে হবে। তিনি দেশে অবিলম্বে ই-মেইল চালু করার ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীর কাছে দাবী জানান।

\ অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া কোন দেশেরই উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি বেশ কয়েকটি দেশের উন্নয়নের মূলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগের কথা চমৎকারভাবে বর্ণনা করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম. এ. বারী প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে সরকারী সহযোগিতার ভূয়সী প্রসংশা করেন।

সভাপতির ভাষণে ডঃ শাহিদা রাফিক নারীদের জন্য এই বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের তরুণ মেধাবী প্রজন্মের জন্য খুলে দিতে পারে এক অসীম সম্ভাবনার দ্বার। তিনি জানান, এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণীরা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক, বীমাসহ বিভিন্ন সরকারী / বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত রয়েছে। অনেকে বিদেশেও চাকরি পেয়েছে। এখান থেকে এ পর্যন্ত ৪৫০ জনেরও অধিক তরুণী কমপিউটারে প্রশিক্ষণ নিয়ে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা লাভ করেছে। এ সফলতার সাথে এক ধাপ এগিয়ে এ বছর কমপিউটার বিজ্ঞানে অনার্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই কোর্সের পাঠ্যক্রমহবে আন্তর্জাতিকমানের।

বক্তৃতা পর্ব শেষে প্রধানমন্ত্রী আইটিডবলু-এর কমপিউটার সায়েন্সে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ছাত্রীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। ◎

শীগগিরই প্যাকেট সুইচিং সিস্টেম চালু হচ্ছে

টেলিযোগাযোগে বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে

বাংলাদেশ সাড়ে এগার কোটি মানুষের জন্য মাত্র পৌণে তিন লাখ টেলিফোন নিয়ে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় টেলিযোগাযোগে ভয়াবহভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

এদেশে প্রতি ৩৮০ জনে রয়েছে একটি টেলিফোন। অপরদিকে মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ভারত এবং নেপালে রয়েছে যথাক্রমে প্রতি ১৭.৯, ১৭.৮, ৭৬, ১১১ এবং ১৭৪ জনের জন্য একটি টেলিফোন।

উপরের তথ্যগুলো জানা গেছে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (টেলিকম) সমিতির ২৬তম বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশনস দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সেমিনার থেকে।

দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির ফলে এই অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে – কথাগুলো বলেছেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিল্প মন্ত্রী এ. এম. জহির উদ্দিন খান। মন্ত্রী আরো বলেন, সরকার সারা দেশে নতুন নতুন টেলিফোন লাইন স্থাপন করে এই সংকট মোকাবিলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

ঢাকা শহরের দক্ষিণাঞ্চলে ৬৭,৫০০ নতুন ডিজিটাল টেলিফোন লাইন বসানো হচ্ছে। চট্টগ্রাম শহরে বসানো হচ্ছে ৩০,০০০ লাইন। আর প্রধান প্রধান ৫টি শহরে বসানো হচ্ছে অতিরিক্ত ১,৫০,০০০ ডিজিটাল লাইন।

ঢাকার মহাখালীতে একটি নতুন স্যাটেলাইট আর্থ ষ্টেশন এবং আন্তর্জাতিক ট্রাঙ্ক এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হচ্ছে।

দেশের ভেতরে এবং বাইরে ডাটা কমিউনিকেশনের জন্য শীগগিরই প্যাকেট সুইচিং সিস্টেম চালু করা হবে বলে মন্ত্রী জানান।

তিনি আরো জানান, আগামী ২০০০ সালের মধ্যে দেশে ১৩ লক্ষ টেলিফোন লাইন বসানো হবে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (টেলিকম) সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল হক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব ডঃ এ. এম. এম. শওকত আলী, টিএন্ডটি বোর্ডের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সিদ্দিক আলী মিয়া এবং এস. এম. খবিরুজ্জামান। ◎

নতুন চিপ দিয়ে পিসি আপগ্রেড করার পেটেন্ট লাভ করেছে ALR

এডভান্সড লজিক রিসার্চ যার ৪২% মালিকানা সিঙ্গাপুরের উইয়ারনেস ব্রাদার্সের – সম্প্রতি আমেরিকায় নতুন চিপ দিয়ে পিসি আপগ্রেড করার পদ্ধতির পেটেন্ট লাভ করেছে। এর ফলে কোম্পানীটি ইন্টেলসহ অনেক কোম্পানীর কাছ থেকে রয়্যালটি দাবী করতে পারবে।

নতুন পিসি না কিনে চিপ বদলিয়ে আপগ্রেড করার পদ্ধতি ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এএলআর কোম্পানীই সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করে। ১৯৮৯ সালে কোম্পানীটি কেবলমাত্র ছোট্ট সার্কিট বোর্ড বদলিয়ে ২৮৬কে ৩৮৬ মেশিনে উন্নীত করার পেটেন্ট দাবী করে দরখাস্ত করে।

'৯৩ সাল পর্যন্ত ইন্টেলের ৪৮৬ ভিত্তিক যে ৩.৫ কোটি পিসি বিক্রি হয়েছে তার বিরাট অংশে ইন্টেলের চিপ বদলিয়ে আপগ্রেড করার তথাকথিত ওভারড্রাইভ ডিজাইন ব্যবহৃত হয়েছে। এখন এই প্রযুক্তির প্যাটেন্ট এএলআর-এর হাতে।

অন্য আর কোন কোন কোম্পানী এই প্রযুক্তি অনুকরণ করেছে এএলআর তা খতিয়ে দেখছে। ◎

আইবিএম মর্যাদাপূর্ণ ম্যানহাট্টান অফিস টাওয়ার বিক্রি করছে

আমেরিকার আইবিএম কর্পো. নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন এভিন্যুতে অবস্থিত তার মর্যাদাপূর্ণ ম্যানহাট্টান অফিস টাওয়ার ২০ কোটি ডলারে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে ১৯৭৮ সালে নির্মিত এই টাওয়ারটির নাম আইবিএম বিল্ডিংই থাকবে এবং ১০ লক্ষ বর্গফুটের এই দালানটির এক তৃতীয়াংশে আইবিএম লীজ নিয়ে থাকবে। এখানে আইবিএম-এর ১০০০ মার্কেটিং কর্মচারী কাজ করবে।

আইবিএম-এর এই ভবনটির লবি লেভেলের নীচে বিলাসবহুল একটি গ্যালারী রয়েছে। এটি সাধারণের জন্য চিত্র প্রদর্শনীর কাজে ব্যবহৃত হত। উপরের তলায় ছিল আইবিএম গ্যালারী অফ সায়েন্স। এতে আইবিএম-এর পুরানো মডেলসমূহের মেশিনপ্রদর্শনের জন্য রাখা রয়েছে। আইবিএম ঘোষণা দিয়েছে তারা দুটি গ্যালারীই বন্ধ করে দিবে।

আইবিএম এ বছর ৩ বিলিয়ন ডলার এবং ১৯৯৬ সালের মধ্যে মোট ৭ বিলিয়ন ডলার খরচ সাশ্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। ◎

তাহারা যা বলেন –

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ শ্রমিক-কর্মচারী পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সরকারীখাতে টেলিযোগাযোগ সংস্থার একচেটিয়া অধিকার বিলোপ এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিল্পনীতি সংশোধনের পদক্ষেপ প্রকৃত অর্থে সরকারী রাজস্ব আয় কমানোর একটি অদূরদর্শী পদক্ষেপ।

পরিষদ নেতাদের মতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়নসহ কতিপয় সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সরকারীখাতে রেখেই এ ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করা যাবে। ◎

সময়ের আগে চলুন

জীবনে প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে কমপিউটারলাইনের সহায়তা গ্রহন করুন

আমাদের কোর্সসমূহ : * ওয়ার্ডপারফেক্ট * লোটাস ১-২-৩ * ডিবেজ III + * বেসিক * সি

কমপিউটারলাইন

১৪৬/১ আজিমপুর রোড (চায়না বিল্ডিং-এর গলি) ঢাকা - ১২০৫, ফোন : ৮৬৬৭৪৬

অর্থখাত সংস্কারে যুক্তরাষ্ট্র আরো ৩৬ লাখ ডলার সাহায্য দিচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে অর্থখাত সংস্কার প্রকল্পে (এফএসআরপি) অতিরিক্ত ৩৬ লাখ ডলার সাহায্য দিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) অতিরিক্ত সচিব ডঃ সাদত হোসেন এবং বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) পরিচালক রিচার্ড ব্রাউন সম্প্রতি এ সম্পর্কিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই অতিরিক্ত সাহায্য নিয়ে এ প্রকল্পের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ দাঁড়ালো ১ কোটি ৯৪ লাখ ডলার। প্রকল্প বাস্তবায়নের সামগ্রিক দায়িত্ব থাকবে বাংলাদেশ ব্যাংকের।

উল্লেখ্য যে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ স্বয়ংক্রিয় ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করার জন্যে কমপিউটার লাভ করেছে এবং এর মাধ্যমে এ সমস্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা, ঋনদান প্রক্রিয়াও পরিচালনা পদ্ধতিকে কমপিউটারে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্পটি চালু হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরে আসছে, প্রকল্পের সুফল লাভ করে দেশের অর্থনীতির ভিত হয়েছে মজবুত।

(এফএসআরপি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কমটিউটার জগৎ-এর গত এপ্রিল সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন দেখুন) ✪

এপল পাওয়ারপিসি সার্ভার তৈরি করবে

আমেরিকার এপল কমপিউটার ইনক কর্পোরেট বিশ্বে তার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বাড়ানোর জন্য পাওয়ারপিসি চিপভিত্তিক নতুন সারির সার্ভার তৈরি করছে। এগুলোতে হাজার হাজার ম্যাকিনটোশ কমপিউটার যুক্ত করা যাবে। বর্তমানের এপল সার্ভারসমূহে সার্বোচ্চ ২০০ ম্যাকিনটোশ পিসির সংযোগ দেয়া সম্ভব। এপল এবং নোভেল যৌথভাবে নেটওয়্যার নেটওয়ার্কিং সফটওয়্যারের একটি নতুন ভার্সনও উদ্ভাবন করছে যা পাওয়ারপিসিতে চলবে। ✪

Compaq-এর মুনাফা দ্বিগুণ হয়েছে

আমেরিকার কম্প্যাক কমপিউটার কর্পো. এ বছরের প্রথম কোয়ার্টারে গত বছরের এ সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ মুনাফা করেছে। বিক্রিও বেড়েছে অনেক। এপলকে পিছনে ফেলে কম্প্যাক এখন আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম পিসি প্রস্তুতকারক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কম্প্যাক-এর এ বছরের প্রথম কোয়ার্টারের লাভের পরিমাণ হচ্ছে ২১.৩ কোটি ডলার। গত বছর এ সময়ের লাভ হয়েছিল ১০.২ কোটি ডলার। এ বছর বিক্রি হয়েছে ২৩০ কোটি ডলার। এক বছর পূর্বে এ কোয়ার্টারে বিক্রি হয়েছিল ১৬০ কোটি ডলার।

১৯৯৩ সালে সারা বছরে কম্প্যাক যে পরিমাণ নতুন পণ্য ছেড়েছিল এ বছর প্রথম এই তিন মাসে তার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ নতুন পণ্য ছাড়া হয়েছে।

এই কোয়ার্টারে কম্প্যাক ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদের উপযোগী Prosignia VS সার্ভার, Contura Aero সাবনোটবুক এবং LTE Elite পরিবারের নোটবুক ছেড়েছে।

গত মাসে কম্প্যাক Deskpro/M পরিবারের কমপিউটারকে DeskproXL পরিবার দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছে। ProLinea ডেস্কটপ সারিতেও বেশ কিছু নতুন ফীচার যোগ করা হয়েছে।

কম্প্যাক-এর প্রধান নির্বাহী একার্ড ফেইফার ১৯৯৬ সালের মধ্যে কম্প্যাক-কে পিসি নির্মাতাদের মধ্যে ৩য় স্থান থেকে ১ম স্থানে আনার লক্ষ্যমাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছেন। ✪

পেন্টিয়াম চিপ বিক্রি বাড়াতে –

ইন্টেলের পেন্টিয়াম বিক্রি আশাপ্রদ না হওয়ায় বিক্রি বাড়াতে ব্যাপক প্রচারণার এক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এতে এ বছরের শেষ পর্যন্ত পেন্টিয়ামের বিক্রি বাড়াতে কোম্পানীটি খরচ করবে ১৫ কোটি ডলার। ইন্টেল আশা করছে এ বছর তারা ৬০-৭০ লক্ষ পেন্টিয়াম চিপ বিক্রি করতে সক্ষম হবে। অবশ্য বাজার বিশ্লেষকদের মতে এ বছর পেন্টিয়ামের বিক্রি হবে ৩৫ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ ইউনিট। ✪

১লা অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে

রেলের আসন সংরক্ষণ ও টিকেট বিক্রির কমপিউটারাইজড্ সিস্টেম

বাংলাদেশ রেলওয়ে আগামী ১লা অক্টোবর থেকে আন্তঃনগর ট্রেনসমূহে টিকেট বিক্রি এবং আসন সংরক্ষণের জন্য কমপিউটারইজড সিস্টেম চালু করতে যাচ্ছে। টেকনো হেভেন কোম্পানীর কারিগরী সহায়তায় এটি স্থাপিত হচ্ছে। অগ্রণী ব্যাংকের অর্থায়নে এর প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, লাকসামসহ পূর্ব জোনের ১১টি ষ্টেশনে এই সিস্টেম চালু করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই জোনের আরও ২২টি ষ্টেশনে এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু হবে।

গত ২৩ মার্চ এ ব্যাপারে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং টেকনোহেভেন-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

এ উপলক্ষে গত ৩১ মে ঢাকার একটি হোটেলে আয়োজিত উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে টেকনোহেভেন-এর চেয়ারম্যান সাবের রেজা করিম বলেন, এই ব্যবস্থার ফলে যাত্রীরা সর্বাধিক সুবিধা পাবেন। তারা সর্বাধিক ৩০দিন পূর্বে আন্তঃনগর ট্রেনের যে কোন গন্তব্য স্থানের আসন রিজার্ভ করতে পারবেন। প্রতিটি ষ্টেশনে কমপিউটারের মনিটরে সংরক্ষিত আসনের তালিকা দেখা যাবে। ফলে আসন খালি আছে কিনা যে কেউ দেখতে পারবে। এতে সর্বাধিক আসনের সদ্ব্যবহার করার জন্য ডিজিটাল টেলিকম সিস্টেম নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হবে।

জনাব করিম জানান, এর মাধ্যমে দেশব্যাপী রেলওয়েতে কমপিউটার নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে। এই সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য কোন বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়নি। এই প্রকল্প সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার যৌথ সহযোগিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রেলওয়ে বিভাগের সচিব ডঃ মসিউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব এ. এইচ. খান, পূর্ব জোনের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক এম.এ. আলিম। অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংক, এশীয় ব্যাংক প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, উচ্চপদস্থ ব্যাংক কর্মকর্তাবৃন্দসহ বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন টেকনোহ্যাভেন কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হাবিবুল্লাহ এন. করিম।

উল্লেখ্য যে, টেকনোহ্যাভেন কোম্পানী এই সিস্টেমটি ৫ বছর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কোম্পানীটি বর্তমানে রেলওয়ের ৩০০ জন টিকেট অপারেটরকে এই সিস্টেমের উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে সমাপ্ত হবে। ✪

আবহ বাংলা ডাটাবেস সিস্টেম-এর নতুন সংস্করণ

চলতি মাসে অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার্স তাদের বাংলা সফটওয়্যার সিরিজে নতুন সংস্করণ আবহ ৫.০ (উইণ্ডোজ ভিত্তিক আবহ বাংলা) এবং আবহ ৫.০x (আবহ বাংলা ডাটাবেস ইন্টারফেস) সংযোজন করেছে। আবহ ডাটাবেস একটি দ্বিভাষিক ডাটাবেস সিস্টেম। আবহ ৫.০x ডাটাবেস সিস্টেমটি সরাসরি FoxPro 2.5 এর ইন্টারফেস হিসাবে কাজ করবে। এর দ্বারা FoxPro 2.5 (DOS/WINDOWS) এর সকল শক্তিশালী সুবিধা ব্যবহার করা যাবে এবং ব্যবহারকারী বা প্রোগ্রামারের পছন্দমত বাংলা অথবা ইংরেজী অথবা উভয় ভাষাতেই স্ক্রীন ডিসপ্লে তৈরি ও ডাটা এন্ট্রি সম্ভব হবে।

FoxPro উইণ্ডোজ মোডে ডাটা প্রদর্শন ও ছাপানোর জন্য আবহ বাংলা True Type ফন্ট ব্যবহৃত হবে। তবে ডাটা এন্ট্রির গতি সর্বোচ্চ রাখার জন্য ডাটা এন্ট্রির সুবিধা Dos Mode এ রাখা হয়েছে। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে Dictionary order এ বাংলা তথ্য সাজানো, দ্বিভাষিক (বাংলা, ইংরেজী এবং উভয় ভাষায়) তথ্য সংযোজন, মেনু প্রদর্শন, ডাটা এন্ট্রি ছাড়াও সর্বাধুনিক Data query এবং Linking এর জন্য RUSHMORE, RQBE, SQL এবং গ্রাফিক তথ্য ধারনের জন্য OLE ব্যবহারের সুযোগ।

আবহ বাংলা ডাটাবেস সিস্টেমে ইংরেজীর মতই বাংলা তথ্য ধারণের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। আবহ বাংলা ৫.০x ডাটাবেস সিস্টেমে জাতীয় কীবোর্ড ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা ডাটাবেস-এর পূর্ণ সমাধান পেতে চাইলে যোগাযোগ করুন।

Engr. M.S.H. Chowdhury
AUTOMATION ENGINEERS
Phone : 323127

আইবিএম-এর ডসের নতুন ভার্সন

ডসকে দীর্ঘদিন জীবিত রাখার লক্ষ্যে আইবিএম তার পিসি ডসের ৬.৩ ভার্সন বাজারে ছেড়েছে। এই অপারেটিং সিস্টেমটি মাইক্রোসফটের এমএস ডস ৬.২১ -এর প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। এতে উন্নত মেমোরী ব্যবস্থাপনা এবং ডাটা সংকোচনের সুবিধাদি রয়েছে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র সিরিজ ষ্টার ট্রেকের একজন নায়কের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে 'Guinan'. এটি দীর্ঘদিন চালু থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আইবিএম এ বছরের শেষ দিকে 'ওয়ার্কপ্লেস শেল ফর ডস'-এর বিটা টেষ্ট করবে বলে জানা গেছে। এই সফটওয়্যারটিতে ওএস/২-এর GUI যোগ করা হবে, অনেকটা উইণ্ডোজে যেমন ডসের সাথে GUI যোগ করা হয়েছে। পিসি ডস ৬.৩-এর সাথে এটা যোগ করা হবে। ওয়ার্কপ্লেস শেল এমএস ডসের সাথেও কম্পাটিবল হবে।

এদিকে মাইক্রোসফট উইণ্ডোজ ৪.০ বাজারে ছাড়ছে 'শিকাগো' নামে। এটি চালাতে ডসের দরকার হবে না। সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে ৩২ বিটের।

ইন্টেল-এর নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী

তাইওয়ানের ইউনাইটেড মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স কর্পো. এ বছরের শেষ নাগাদ ৪৮৬ শ্রেণীর মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করবে। গতি ৩৩ মেগাহার্টজ। পরবর্তী পর্যায়ে ৫০ এবং ৬৬ মেগাহার্টজের ভার্সনও কোম্পানীটি তৈরি করবে। ✪

অস্ট্রেলিয়ার AST-র কারখানায় উৎপাদন শুরু

(অস্ট্রেলিয়া প্রতিনিধি)

সম্প্রতি সিডনীতে স্থাপিত এএসটির সংযোজন কারখানাটিতে উৎপাদন শুরু করা হয়েছে। এএসটি অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে এর ফলে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের ক্রেতাদের কাছে পণ্য পৌঁছানো দ্রুততর হবে। উল্লেখ্য যে, এ দুটি দেশে এএসটির পণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে।

কোম্পানীটি বর্তমানে স্থানীয় উৎপাদকের কাছ থেকে প্যাকিং সামগ্রী, বৈদ্যুতিক তার এবং হার্ড ড্রাইভ কিনবে। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রণ কাজ, ফ্লপি ডিস্ক ডুপ্লিকেটকরণ এবং অন্যান্য সামগ্রী স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হবে। ○

বুলিয়ান সমীকরণ সহজতর করার নতুন পদ্ধতি

বুলিয়ান সমীকরণ (Boolean Expression) সহজতর করার একটি নতুন পদ্ধতি বের করেছেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটারের শেষ বর্ষের ছাত্র এ, টি, এম, শফিকুল খালিদ (তুহীন) (১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪)। পদ্ধতিটির নাম দিয়েছেন KH-map. যেটি প্রচলিত Karnaugh-map থেকে অনেক বেশী Structured, Intuitive, এবং যে কোন সংখ্যক Variable এর জন্য প্রযোজ্য। ১৯৫৫ সনের পর manual process এ তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। নতুন পদ্ধতিটি যেমন munal process এর জন্য সুবিধাজনক তেমনি computer programming এর জন্যও সুবিধাজনক যা Karnaugh map এর জন্য প্রযোজ্য নয়। তুহীনের বিশ্বাস বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর জায়গা তার নিজের উদ্ভাবিত KH-map খুব সহজেই দখল করে নিতে পারবে।

(এ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যায় **কমপিউটার জগৎ**-এ।) ○

মাইক্রোসফটের Daytona আগামী মাসে বাজারে আসছে

মাইক্রোসফটের উইণ্ডোজ এনটির দ্রুততর এবং ত্রুটিহীন ভার্সন Daytona নামে আগামী মাসে বাজারে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে এর বিটা টেস্ট চলছে। এতে এখন পর্যন্ত জটিল ত্রুটি পাওয়া যায়নি। এর এপ্লিকেশন সফটওয়্যার এখনো তেমন একটা তৈরি হয়নি। তবে ডেটোনার সাথে মাইক্রোসফট-এর ওয়ার্ড এবং এক্সেল-এর ভার্সনও বাজারে ছাড়া হবে বলে জানা গেছে। ○

নিশা কমপিউটার্স ডাটা এণ্ট্রি করবে

৪৩/আর/৫ ইন্দিরা রোড (বাইলেন)-এ সদ্য পড়তিষ্ঠিত *নিশা কম্পিউটার্স* ডাটা এন্ট্রির কাজ করবে বলে জানা গেছে। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী জনাব ইব্রাহিম আজম খান 'কমপিউটার জগৎ'-কে জানিয়েছেন যে, তারা ডাটা এন্ট্রির কিছু কাজ এ মাসেই পেতে যাচ্ছেন – যা জুলাই থেকে এন্ট্রি করা শুরু হবে।

প্রতিষ্ঠানের আরেকজন সত্ত্বাধিকারী জনাব সামাদ জানান যে, ডাটা এন্ট্রির পাশাপাশি তারা বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং, কম্পোজ প্রশিক্ষণ ও কম্পোজের কাজও একই সাথে করবেন। এসব কাজ করাতে ও ট্রেনিং এর আগ্রহীরা উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

Acer-এর সুপার সার্ভার AcerAltos 17000

তাইওয়ানের এসার কোম্পানী ৪টি পেন্টিয়াম চিপ ব্যবহার করে তৈরি একটি সুপার সার্ভার বাজারে ছেড়েছে। AcerAltos 17000 নামের এই মেশিনটি চলে এসসিও ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে।

পিসির কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি এই সুপার সার্ভার মিনি কমপিউটারের মতই কাজ দেয় তবে দাম খুব সস্তা।

এসারের এই মেশিনটিতে সিমেট্রিকাল মাল্টিপ্রসেসিং আর্কিটেকচার ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটি নেটওয়ার্কে একসাথে কয়েকশত ব্যবহারকারীকে সাপোর্ট করতে পারে। ○

সরকার ঘুম থেকে জাগছেন
দেশের প্রতি জেলায় কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা

সম্প্রতি বিসিসির ১৩তম কাউন্সিল সভায় দেশের জেলা পর্যায়ে শিক্ষিত তরুণদের কমপিউটার প্রশিক্ষণ দানের এক ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

উক্ত কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করেন বিসিসির চেয়ারম্যান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এম. এ. মান্নান।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৭৩,৭২৮ জন যুবককে বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী কমপিউটারে দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রতিটি জেলার পলিটেকনিক অথবা ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটসমূহকে কেন্দ্র করে এই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে।

সভায় বিসিসির ভাইস চেয়ারম্যান পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ আবদুল মঈন খাঁন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সচিব আনোয়ারুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ○

ভারতের সফটওয়্যার রপ্তানী ১০০০ কোটি রুপী ছাড়িয়ে যাবে

১৯৯৩-৯৪ সালে ভারতের সফটওয়্যার রপ্তানী ১০০০ কোটি রুপীর বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র আমেরিকাতেই রপ্তানী হয়েছে ৫৫০ কোটি রুপী, ডলারের হিসাবে এতে বৃদ্ধির হার ৫০%।

সফটওয়্যার রপ্তানী আয়ের মধ্যে ডাটাএন্ট্রি এবং অন্যান্য পরিসেবাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ○

এপল-এর বিক্রি বেড়েছে, মুনাফা কমেছে

আমেরিকার এপল কমপিউটার ইনক গত ১ এপ্রিলে শেষ হওয়া কোয়ার্টারে ২০৮ কোটি ডলার বিক্রিতে মুনাফা করেছে মাত্র ১.৭৪ কোটি ডলার। গত বছর শেষ কোয়ার্টারে এপল-এর বিক্রি ছিল ১৯৭ কোটি ডলার, মুনাফা ছিল প্রায় ১২ কোটি ডলার। পিসির বাজারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লাভের অংশ সংকুচিত হওয়ায় এই অবস্থা।

গত মার্চের ১৪ তারিখে এপল তার নতুন পাওয়ার ম্যাকিনটোশ বাজারে ছাড়ার পর এ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে ১,৪৫,০০০ ইউনিট। বাজার বিশ্লেষকদের মতে এপলের জন্য এ বিক্রির পরিমাণ আশাব্যঞ্জক। ○

কম্প্যাক-এর পিসিতে স্ট্যাকার ৪.০ থাকবে

আমেরিকার স্ট্যাক ইলেক্ট্রনিক্স কম্প্যাক-এর সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির ফলে কম্প্যাক-এর পিসিসমূহে "স্ট্যাকার ৪.০" ডাটা কম্প্রেশন ইউটিলিটি কম্প্যাক-এর উৎপাদিত লক্ষ লক্ষ পিসিতে বিক্রি করার পূর্বেই ইনস্টল করা হবে। এই পিসিসমূহে মাইক্রোসফটের এমএস ডস ৬.২১ ও ইনস্টল করা থাকবে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি স্ট্যাক ইলেক্ট্রনিক্স মাইক্রোসফট-এর বিরুদ্ধে এক প্যাটেন্ট মামলায় জিতে যাওয়ায় এমএসডস ৬.২তে তার ডাটা কম্প্রেশন ইউটিলিটি "ডাবল স্পেস" ব্যবহার করতে পারবে না। তাছাড়া ক্ষতিপুরণ বাবদ স্ট্যাক ইলেক্ট্রনিক্সকে দিতে হয়েছে ১২ কোটি ডলার। ○

হিতাচী আইবিএম-এর তৈরি চিপ ব্যবহার করবে

ব্যবসায়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী জাপানের হিতাচী লিঃ আমেরিকার আইবিএম-এর তৈরি কয়েকটি চিপ তাদের মেইনফ্রেম এবং পিসিতে ব্যবহার করবে।

আইবিএম মেইনফ্রেমে সি-এমওএস নামে যে চিপ ব্যবহার করে এখন থেকে হিতাচী তাদের মেইনফ্রেমেও তা ব্যবহার করবে। তাছাড়া মটোরোলা এবং এপলের সহযোগিতায় তৈরি আইবিএম-এর পাওয়ারপিসি চিপও হিতাচীর বিভিন্ন মেইনফ্রেমে ব্যবহার করা হবে। হিতাচী ভবিষ্যতে তার পিসি এবং ওয়ার্কস্টেশনসমূহেও পাওয়ারপিসি চিপ ব্যবহার করতে পারে।

আইবিএম-এর এই চিপসমূহ ব্যবহার করার ফলে হিতাচীর নিজস্ব চিপ গবেষণা এবং উন্নয়ন ব্যয় অনেক কমে যাবে। আর আইবিএম-এর পাওয়ারপিসির ব্যবহারও বাড়বে। ক্যানন ইনকও তার পিসি এবং ক্ষুদ্র কমপিউটারে পাওয়ারপিসি চিপ ব্যবহার করতে গত ফেব্রুয়ারী মাসে আইবিএম-এর সাথে এক চুক্তি করেছে।

আইবিএম-এর চির-প্রতিদ্বন্দ্বী হিতাচী এখন আইবিএম-এর কাছ থেকে কমপিউটার কিনে তাদের নিজের ব্রাণ্ড নামে বাজারে বিক্রি করছে। ○

এটিএণ্ডটি- নোভেল টেলিযোগাযোগ চুক্তি স্বাক্ষর

লক্ষ লক্ষ কমপিউটার ব্যবহারকারীর মধ্যে যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে এটিএণ্ডটি এবং নোভেল ইনক. এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী নোভেলের ল্যান সফটওয়্যার যা অফিসে কমপিউটার ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তাদের অফিসের বাইরে বহুদূরের কমপিউটারের সাথে এটিএণ্ডটির নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবে। এর ফলে এটিএণ্ডটির নেটওয়ার্কে ডাটা আদান-প্রদান বেড়ে যাবে। নোভেলের ল্যান সফটওয়্যারের বিক্রিও বাড়বে।

বর্তমানে সারা বিশ্বে ২০ লক্ষ ল্যানের আওতায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ অফিসে কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। ○

আইবিএম জাপান আগামী বছর ৩০০ কলেজ গ্রাজুয়েট নিয়োগ করবে

সম্প্রতি জাপানের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা গেছে আইবিএম জাপান আগামী বছরের প্রথম দিকে ৩০০ নতুন কলেজ গ্রাজুয়েটকে নিয়োগ করবে। এ বছর তারা ১৪০ জন কলেজ গ্রাজুয়েটকে নিয়োগ করেছে। ○

AS/400-এর নতুন মডেলের ঘোষণা

আইবিএম সম্প্রতি AS/400-এর নতুন মডেলের সিরিজ ঘোষণা করেছে। ঢাকার আইবিএম ওয়ার্ল্ড ট্রেড করপোরেশন স্থানীয় একটি হোটেলে AS/400-এর নতুন মডেলের ঘোষণা উপলক্ষ্যে এক সেমিনারের আয়োজন করে। আইবিএম ওয়ার্ল্ড ট্রেড এশিয়া করপোরেশন, সিঙ্গাপুর (এশিয়ান)-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মহেশ সি, রামা নায়েকে সেমিনারে AS/400 সিরিজের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় ও আলোচনার মধ্যে ছিল হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও সার্ভিস।

আইবিএম বাড়তি সুবিধা এবং কম মূল্যের আশ্বাস দিয়ে ক্লায়েন্ট/সার্ভার সমাধানসহ AS/400 এর বিভিন্ন মডেলের মিডরেঞ্জ কমপিউটার বাজারে ছেড়েছে এ ঘোষণার মাধ্যমে। নেটওয়ার্কিং, সিস্টেম মেনেজমেন্ট, ডাটাবেজ সুবিধা এবং এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট এসবের সমন্বয়ে আইবিএম-এর এ AS/400 তাদের বাজারকে আরও সম্প্রসারিত করবে বলে সেমিনারে উল্লেখ করা হয়।

মিঃ মহেশ রামানায়েকে সেমিনারে উল্লেখ করেন AS/400 এর নতুন মডেলের জন্য বাড়তি সফটওয়্যারের কোন প্রয়োজন পড়বে না। আগেকার সব সফটওয়্যার এবং প্রোগ্রামই এটাতে চলবে। তিনি আরো বলেন,

মহেশ সি রামানায়েকে পোর্টেবল AS/400 দেখাচ্ছেন

শিল্পমানের বাণিজ্যিক ডাটাবেজ কমপিউটারের ক্ষেত্রে AS/400 খুবই শক্তিশালী ও কার্যকর। এছাড়া এটি প্রচলিত হোষ্ট বা ওপেন সার্ভার হিসেবে খুবই সফল হবে। উল্লেখ্য, সেমিনারে ঘোষণার সময়ই ঔষধ কোম্পানী রোন প্লেনক একটি AS/400 ক্রয় করার কথা ঘোষণা করে।

সেমিনারে কমপিউটার পেশাজীবী, ব্যাংকার, শিল্প প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। আইবিএম ওয়ার্ল্ড ট্রেড কর্পোরেশন বাংলাদেশের মার্কেটিং ম্যানেজার শাহজামান মজুমদার বীর প্রতীক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন।

কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিঃ রামানায়েক বলেন, আইবিএম মে মাসে একই সঙ্গে ১২০ টি দেশে AS/400 সিরিজের এই নতুন মডেলগুলোর ঘোষণা দেন। সে কারণে আইবিএম বিশ্বব্যাপী এটাকে 'মে ঘোষণা' হিসেবে আখ্যা দেয়। তিনি বলেন, নতুন ঘোষণায় থাকছে ওপেন ষ্ট্যান্ডার্ড এবং দাম কমের এক নির্ভরযোগ্য সম্ভাবনা। এতে করে বাংলা দেশেও এটির বাজার বেশ ভাল হবে।

বাংলাদেশের সাথে টেলিযোগাযোগের অসুবিধার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের সব দেশের সাথে ই-মেইলের মাধ্যমে সরাসরি এবং দ্রুত যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে যা বাংলাদেশে নেই। এতে করে বাংলাদেশের খবরা-খবর পাই দেরীতে। ❍

কমপিউটার এসোসিয়েশনের ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

২৯শে এপ্রিল বিকেল পাঁচটায় বাংলাদেশ কমপিউটার এসোশিয়েশন চট্টগ্রামের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান স্থানীয় বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে এসোসিয়েশনের সভাপতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যা বিভাগের প্রফেসর নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ৯১ এর প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।

তিন পর্বে বিভক্ত এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক সিরাজদৌল্লা, শাহীন, শরীফ আশরাফউজ্জামান, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক জামিল আহমেদ চৌধুরী, এসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্য রেজাউর রহমান, মোঃ ইব্রাহিম, সুরজিত সাহা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল আকর্ষণীয় র‍্যাফল ড্র এবং সবশেসে এসেসিয়েশনের নিজস্ব শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রুমানা শারমীন রিনি, তানজিলা আখতার, আসমা সুলতানা লিপি, শাহরিয়ার, সোনিয়া তাপস চৌধুরী ইফতেকার সাদী, শরীফ আশরাউজ্জামান, সুরেশ মুন্না, শোয়েব অভিজিত সাহা। কৌতুক ও আবৃত্তি করেন যথাক্রমে শান্তনু সাহা ও ফারহানা ফাহমিদা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নীলুফার ফেরদৌস শম্পা।

হিতাচীর নতুন চিপ

জাপানের বিখ্যাত হিতাচী কোম্পানী আগামী বছরে একটি নতুন মাইক্রোপ্রসেসর বের করতে যাচ্ছে যা মাইক্রোপ্রসেসরের বাজারে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলবে। অবশ্য এর জন্য একটি কার্যকরী অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি করতেও তাদের এক কঠিন সময়ের মুখোমুখী হতে হচ্ছে। নতুন চিপটির নাম হবে SH-3 যা পার্সোনাল কমপিউটার হিসেবে কতগুলো কাজকে একযোগে করতে সহায়তা করবে, যেমন ঃ ইলেকট্রনিক ডাটাবুক, ফ্যাক্স মেশিন ও অরগানাইজার রূপে। হিতাচীর একজন সহকারী ম্যানেজারের মতে এই নতুন চিপটি বাজারে প্রাপ্ত এ ধরনের চিপের সবচেয়ে শক্তিশালীগুলোর মধ্যে একটি। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এটি বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে খুবই কম।

হিতাচীর এ ধরনের চিপের জন্য যে সকল সফটওয়্যার আছে তা শুধু জাপানে ব্যবহারের নিমিত্তেই তৈরি। বাইরের বাজার দখল করতে হলে একটি নতুন উপযোগী অপারেটিং সিস্টেম অপরিহার্য।

অবশ্য একবার যদি তারা এই সফটওয়্যার সমস্যার সমাধান করে ফেলে তবে একটি stand alone মাইক্রোপ্রসেসর বাজারে ছাড়ার ব্যাপারে হিতাচীই হবে জাপানের প্রথম কোম্পানী। জাপানের অন্যান্য কোম্পানীগুলো মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করে আমেরিকার বিখ্যাত কোম্পানী যেমন ইন্টেল বা মটোরোলার ডিজাইন অনুযায়ী। কবে নাগাদ এই নতুন চিপ বাজারে ছাড়া হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা না হলেও কোম্পানীর তরফ থেকে বলা হচ্ছে প্যারসোনাল কমিউনিকেটর মাইক্রোপ্রসেসরের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার সাথে সাথে এটাও বাজারে পাওয়া যাবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই সেগা এন্টারপ্রাইজ SH-3-এর পূর্বের সংস্করণ দিয়ে গেইম মেশিন তৈরি করেছে যা বাজারে চমক লাগিয়েছে। ❍

চীনে বন্যা নিয়ন্ত্রণে কমপিউটার নেটওয়ার্ক

আসন্ন বর্ষা মৌসুম আসার আগেই গণচীন জোর তৎপরতা শুরু করেছে একটি কমপিউটারভিত্তিক বন্যা মনিটরিং নেটওয়ার্ক উদ্ভাবনের জন্য।

এই নেটওয়ার্কের আওতায় প্রাধান নদী ও হ্রদ সমূহে স্থাপিত মানুষ বিহীন এক হাজার হাইড্রলিক কেন্দ্র পানির সীমা পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবে রাজধানী বেইজিং-এর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মূল কমপিউটার সমূহে। নেটওয়ার্কটির মূল অংশটি হচ্ছে বিপদ সংকেত প্রদান পদ্ধতি। চীনের দুই প্রধান নদীপথ ইয়াংসি এবং পীত নদী জুড়ে স্থাপিত কেন্দ্রসমূহের সাথে যুক্ত হবে এই বিপদ সংকেত প্রদান সিস্টেমটি। বাকী ৫০টি কেন্দ্র নির্মিত হবে এই নদী দু'টির ২০টি প্রধান শাখাতে।

কেন্দ্রসমূহ ডাটা প্রসেস করে নদীর পানি-সীমার পরিবর্তনের পরিনতি নিজে থেকেই বের করে রাজধানীর জাতীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে প্রতিনিয়ত মনিটর করবে।

মে থেকে আগষ্টের মধ্যে চীনের বর্ষা মৌসুমে এই নতুন পদ্ধতি এ বছর বন্যা নিয়ন্ত্রণে বেশ জরুরী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ❍

১০ কোটি ডলারের সিডি-রম বিক্রি

সফটওয়্যার পাবলিশার্স এসোসিয়েশনের এক রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর এই ৩ কোয়ার্টারে ৪০ লক্ষ সিডি-রম বিক্রি হয়েছে। এর মূল্য ১০ কোটি ডলার। বর্তমানে সিডি-রমের বিক্রির হার আরো বেড়ে গেছে। ❍

কম্প্যাকের ডিলার এসোসিয়েট

কম্প্যাক কমপিউটার এশিয়া গত এপ্রিল '৯৪ থেকে ন্যাশনাল সিস্টেমস সলিউশন্স (প্রাঃ) লিঃ (এনএসএস)কে তাদের ডিলার এসোসিয়েট নিযুক্ত করেছে। এনএসএস গত ২ বছরের বেশি সময় ধরে আইবিএম-এর মার্কেট রিসেলার হিসেবে লেক্সমার্কের সামগ্রী বিক্রী করে আসছে।

এই নিযুক্তির আগে কম্প্যাক কমপিউটার বেক্সিমকো কমপিউটারকে ডিলার এসোসিয়েট করে কম্প্যাকের বিক্রি বাড়ানো সম্ভব হয়েছে বলেই আরো ডিলার নিযুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

উক্ত দুটি প্রতিষ্ঠান কম্প্যাকের পণ্য এদেশের অন্যতম পরিবেশক ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশন লিঃ-এর সহযোগী হিসেবে কাজ করবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রকাশ, এ বছরের শেষ নাগাদ আরো দুটি প্রতিষ্ঠানের 'কম্প্যাক ডিলার এসোসিয়েট' নিযুক্তি লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এ ব্যাপারে বেশ কিছু আবেদনপত্র বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে। ✪

দেশীয় ডাটা এন্ট্রি শিল্প

সম্প্রতি বাংলাদেশ সচিবালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সচিব ইফতেখার চৌধুরীর কক্ষে ডাটা এন্ট্রির উপর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ঢাকার বেশ কয়েকটি কমপিউটার কোম্পানী থেকে ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন।

আগামী বছরের প্রথম দিকে কৃষি শুমারী শুরু হবে। সমস্ত কাজ প্রথমে OMR দিয়ে করার চিন্তা-ভাবনা করা হলেও পরিবর্তীতে বাংলাদেশে ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে কী বোর্ডের সাহায্যে ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে করার সিদ্ধান্ত নেয় হয়েছে। টেন্ডার কল করা থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা হবে তার উপর সভায় আলোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জুনের মাঝামাঝি আবার সভা আহ্বান করা হবে বলে জানানো হয়। ✪

AST-র ৪৮৬-এর মূল্য হ্রাস

AST কমপিউটারের ৪৮৬ ডিএক্স-৩৩ ব্রাভো এবং প্রেমিয়া ৪৮৬ ডিক্স২-৬৬ মডেলের দাম বেশ কমিয়ে ঢাকায় বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, এই সিরিজের কমপিউটার আশি হাজার থেকে দেড় লক্ষ টাকার মধ্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা আগে একলক্ষ থেকে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ছিল। ✪

AST-র আরো ডিলার

AST কমপিউটারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য সম্প্রতি আরো একজন ডিলার নিয়োগ লাভ করেছে। বাংলাদেশের প্রথম কমপিউটার বিক্রেতা সাইপ্রোকো কমপিউটারকে "অথরাইজড সিস্টেম রিসেলার" হয়েছে।

উল্লেখ্য যে চার বছরের বেশি সময় ধরে এবাকাস এণ্ড অটোমেশন এএসটির একমাত্র পরিবেশক হিসেবে এদেশে নিযুক্ত আছে।

এদিকে এবাকাস এণ্ড অটোমেশন বেশ কিছুদিন ধরে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে এএসটি কমপিউটার বিক্রির জন্য নিযুক্ত করেছে। এগুলো হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার্স এণ্ড কমপিউটার্স, কমপিউটার শপ লিঃ এবং নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইস্পালস কমপিউটার্স লিঃ। ইস্পলস ব্যবসায়ে নতুন এসেই প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে কয়েকটি এএসটি কমপিউটার বিক্রি করে চমক সৃষ্টি করেছে। ✪

অফিস ক্রিকেট লীগে টেকভ্যালী কমপিউটার্স চ্যাম্পিয়ন

বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আয়োজিত দেশের ১ম অফিস ক্রিকেট লীগ '৯৪-এ টেকভ্যালী কমপিউটার্স শোচনীয়ভাবে জাতীয় ক্রিকেটারসমৃদ্ধ একমি ল্যাবরেটরীজকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেছে। দিবা-রাত্রির এই খেলায় টেকভ্যালী ৮ উইকেটে জয়ী হয়।

গ্রাহক সেবায় বনানীতে মাল্টিলিংক-এর শাখা

মাল্টিলিংক ইন্টারন্যাশনাল কোঃ লিঃ সম্প্রতি বনানীতে একটি শাখা খুলেছে– তাদের গ্রাহকদের অধিকতর সুবিধা দেয়ার জন্য। এই শাখার কার্যক্রম খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানা গেছে।

অফিসটি ২৫৪, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ (৪র্থ তলা) বনানীতে অবস্থিত। ✪

ইন্টারনেটের কর্মসূচী এবং ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ ছাত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যারা অযাচিতভাবে কপি সফটওয়্যার তৈরিতে সহায়তা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন রাজ্যের এটর্নী ম্যাসুসেটস ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির একজন ছাত্র ডেভিড ল্যামাশিয়ার বিরুদ্ধে এই গুরুতর অপরাধের অভিযোগ এনেছে। বলা হয়েছে, ল্যামাশিয়া কমপিউটার বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে বিনামূল্যে সফটওয়্যার প্রোগ্রাম যোগান দিচ্ছে এবং এর মাধ্যমে যে সমস্ত কোম্পানী বিক্রি করার জন্য স্বত্ব সংরক্ষিত করেছে তাদের ক্ষতিগ্রস্থ করছে।

ইন্টারনেট হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক কমপিউটার নেটওয়ার্ক। বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানী তরফ থেকে ইন্টারনেটের বিরুদ্ধে শর্ত লংঘনের অভিযোগ এসেছে। একজন এটর্নী বলেছেন ইন্টারনেটকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হবে যে তারা ব্যাপকভাবে সফটওয়্যার কপি করতে সহায়তা করছে যার ফলে সফটওয়্যার কোম্পানীর মালিকেরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

সফটওয়্যার কোম্পানীগুলো আইন বিভাগের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছে। কিন্তু কিছু কমপিউটার কোম্পানীর মালিক এর বিরোধিতা করেছে এই বলে যে, ল্যামাশিয়া নিজে কখনও সফটওয়্যার কপি করেনি। ল্যামাশিয়ার এটর্নীর মতে এটা নাগরিক অধিকার।

অভিযোগ অনুযায়ী ল্যামাশিয়া উপরোক্ত ইনষ্টিটিউটের কমপিউটার ব্যবহার করে একটা কমপিউটার বুলেটিন বোর্ড গঠন করেছিলেন যেটা ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত ছিল। তারা ইলেকট্রনিক ফাইল এবং সংবাদ স্টোর করত যা দূরবর্তী কমপিউটার ব্যবহারকারীরা পাঠাতো। তিনি একটি চক্রান্তের সাথে জড়িত। তিনি তাদের বুলেটিন বোর্ডের ঠিকানা প্রচার করতেন এবং গ্রাহকদের কমপিউটার ফাইল কপি করার জন্য আহ্বান করতেন, যদিও তিনি নিজে কখনও কপি করেননি। ✪

ট্যান কক হিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কম্প্যাক কমপিউটার সাউথ এশিয়ার সাথে ঢাকার ফ্লোরা লিঃ-এর পরিচালক মোস্তফা রফিকুল ইসলাম। সম্প্রতি টেক্সাসের হুষ্টনে ১৬–১৯ মে পরিবেশকদের সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে কম্প্যাকের অন্যতম পরিবেশক ফ্লোরা লিঃ-এর পক্ষে জনাব মোস্তফা রফিকুল ইসলাম যোগ দেন। এই সম্মেলন হুষ্টনে কম্প্যাকের হেড অফিসে অনুষ্ঠিত হয়।

মাসিক কমপিউটার জগৎ আপনার হাতের মুঠোয় থাকলে কমপিউটারের সমগ্র জগতটাকে আপনি জানতে পারবেন।

আইবিএম-এর সেমিনার

(৩৫ নং পৃষ্ঠার পর)

সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা তিনি সেমিনারে জানান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য জায়গার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার একটা তুলনামূলক আলোচনা করেন।

কায়সার মজিদ ক্ষোভের সঙ্গে জানান যে, বিশ্ব যখন ২১ শতকের জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা নিচ্ছে তখন আমাদের টি এন্ড টি বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে ১৮৮৫ সালের বাণিজ্যিক এ্যাক্ট অনুযায়ী। দেশের সব টেলিফোন লাইন ডিজিটাল না হওয়া পর্যন্ত আমরা বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থায় পিছিয়ে থাকবো। সেই সঙ্গে ডেডিকেটেড টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সফটওয়্যার রপ্তানী ও ডাটা এন্ট্রির কাজ করা যাবে না।

তিনদিন ব্যাপী এই সেমিনারে আইবিএম কর্তৃপক্ষ একটা কমপিউটার প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করেছিলেন। প্রদর্শনীর মুখ্য আকর্ষণ ছিল আইবিএম-এর পিসি এবং এএস/৪০০। সেমিনারগুলোতে ঢাকার বিভিন্ন কমপিউটার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কুশলীরা এবং কমপিউটার প্রেমিকরা ভীড় জমিয়েছিলেন। সেমিনারে উপস্থিত শ্রোতারা "ইনফরমেশন টেকনোলজী"র বিষয়ে আয়োজিত এই সেমিনার থেকে অনেক নতুন তথ্য জানতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা আশা করবো ঢাকার অন্যান্য কমপিউটার প্রতিষ্ঠানগুলোও এ ধরনের আরো সেমিনারের আয়োজন করবেন। ✪